

নীতির গ্রন্থে আপোসহীন

# দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখঃ ০৯/০৮/২০২০ (পৃঃ ০৩)

## খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে ব্রিওয়েবিনার আজ

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) উদ্যোগে আজ রবিবার বেলা ১১টায় 'কোভিড-১৯ যুগে খাদ্য নিরাপত্তা, বাংলাদেশ কি শীঘ্রই খাদ্য সঙ্কটে পড়ছে?' শীর্ষক ওয়েবিনারভিত্তিক জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। কোভিড-১৯ কালীন খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি, ধানের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে গৃহীত পদক্ষেপ পর্যালোচনা এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে করণীয় নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে এ ওয়েবিনারের আয়োজন। ওয়েবিনারে কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন। এতে বিশেষ অতিথি থাকবেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার এমপি এবং সভাপতিত্ব করবেন কৃষি সচিব নাসিরুজ্জামান। মুখ্য আলোচক হিসেবে আলোচনায় অংশ নেবেন পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য শামসুল আলম। -বিজ্ঞপ্তি

তারিখঃ ০৯/০৮/২০২০ (পৃঃ ১১)



গোপালগঞ্জ : আবাদকৃত আউসের নতুন জাতের ধানখেত - জনকণ্ঠ

## খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে আউশের ৪ নতুন জাত

**নিজস্ব সংবাদদাতা, গোপালগঞ্জ, ৮ আগস্ট**। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিসহ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে আউশের ৪টি নতুন জাত। এগুলো হলো, ত্রি হাইব্রিড ধান-৭, ত্রি ধান-৪৮, ত্রি ধান-৮২ ও বিনাধান-১৯। উচ্চ-ফলনশীল স্বল্প জীবনকালসম্পন্ন খরাসহিষ্ণু আউশ ধানের নতুন এ জাতগুলো বোরো মৌসুমের মতোই ফলন দিতে সক্ষম। এ জাতের ধানের আবাদ সম্প্রসারণ করে আউশ মৌসুমে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব এবং এতে খাদ্য নিরাপত্তাও নিশ্চিত করা সম্ভব বলে মনে করছেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (প্রি) গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয় ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের পদস্থ কর্মকর্তারা।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (প্রি) গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোঃ সাইদী রহমান জানিয়েছেন, তারা আউশ মৌসুমে গত মে মাসের ১ম সপ্তাহে তাদের কার্যালয়ের গবেষণা-মাঠে গোপালগঞ্জ ও আশপাশের জেলার জন্য উপযোগী ত্রি-উদ্ভাবিত আউশের নতুন জাত ত্রি হাইব্রিড ধান-৭, ত্রি ধান-৪৮ ও ত্রি ধান-৮২ এবং বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) উদ্ভাবিত বিনাধান-১৯ এর মাঠ-ট্রায়াল দিয়ে রেকর্ড পরিমাণ ফলন পেয়েছেন। শনিবার গবেষণা-মাঠ থেকে পাকা ধান কেটে পরিমাপ করে দেখা গেছে, ২০২০ সালে উদ্ভাবিত আউশের একমাত্র হাইব্রিড ধান ত্রি হাইব্রিড ধান-৭ প্রতি হেক্টরে ৭.৩৮ মেট্রিক টন, ত্রি ধান-৪৮ প্রতি হেক্টরে ৬.১৬ মেট্রিক টন, ত্রি ধান-৮২ প্রতি হেক্টরে ৫.৬৬ মেট্রিক টন এবং বিনাধান-১৯ প্রতি হেক্টরে ৫.১২ টন ফলন দিয়েছে। প্রতিটি জাতই উদ্ভাবকদের প্রত্যাশার চেয়ে হেক্টর প্রতি ৫শ' কেজি থেকে দেড় টন পর্যন্ত বেশি ফলন দিয়েছে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (প্রি) গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান ড. মোঃ খায়রুল আলম উইয়া বলেছেন, সরকার খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আউশ আবাদ সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আউশ মৌসুমে জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৯ থেকে ১০ ভাগ ধান উৎপাদিত হয়। আউশের এ ৪টি জাতের আবাদ সম্প্রসারণ করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনা করলে হেক্টর প্রতি বোরো-মৌসুমের মতোই ফলন পাওয়া যাবে এবং আউশ মৌসুমে ধানের জাতীয় উৎপাদন অনেকেংশে বৃদ্ধি পাবে। এতে খাদ্য নিরাপত্তা ও এসডিজি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

Date: 09/08/2020 (P: 06)

# *BRRI Dhan-89 brings new hope to farmers*

## Our Correspondent

MEHERPUR, Aug 8: With BRRI Dhan-89, developed by Bangladesh Rice Research Institute (BRRI), local farmers have become interested to cultivate it with hope.

Field level agriculture officials said this variety is a beacon of new hope to overcome the current situation in the country and meet the growing food demand.

A farmer Swadesh cultivated BRRI Dhan-89 in his Shishirpara field in Gangni Upazila of the district during the just-complete Boro season. His per bigha yield was more than 30 maunds.

Another farmer Jinarul Islam Dipu of Shishirpara Village said the height of the paddy plants is slightly higher than that of the BRRI Dhan-28.

He also said his field was not hit bit by any natural disaster, and paddies did not drop from sheaf.

The cost of threshing was

low. The plants were transformed into fodder. The rice is delicious to eat.

On the other hand, the new variety can be harvested before one week of BRRI Dhan-29. The yield is higher than other varieties.

Farmer Tanjirul Islam of

the same village said farmers come to see his field of BRRI Dhan-89. They said they would cultivate this variety in the next Boro season.

Officials of the Department of Agricultural Extension are optimistic

about this variety. They are trying to expand its cultivation on ground of high profit and meeting of the country's food demand.

Gangni Upazila Agriculture Officer KM Shahabuddin Ahmed said, "We have observed the

overall issue of BRRI Dhan-89 cultivation. The variety is very disaster-tolerant and high yielding. To overcome the coronavirus situation and to meet the growing food demand, the variety is time befitting. I hope it will be more popular than BRRI

Dhan-28 and 29."

He added the paddy cultivation registered a three-time high in the last 40 years. It is the demand of the time to cultivate BRRI Dhan-89 variety to keep the rice demand normal, he concluded.

